দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

জিপিএ-৫ নিয়ে কিছু কথা

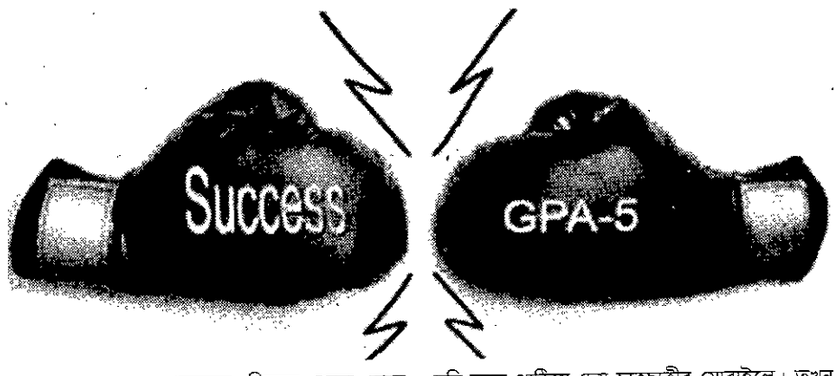

বাংলাদেশের প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতি ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ২৯% যা ২০১৬তে দাঁড়ায় ৭৪.৭০%। তখন জিপিএ-৫ (এ+) ধারী ছিল মাত্র ২০ জন যা ২০১৬তে দাঁড়ায় ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। অন্যদিকে ২০০১ সালে প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসিতে পাসের হার ছিল ৩৫.২২% যা ২০১৬তে দাঁড়ায় ৮৮.২৯% । তখন জিপিএ-৫ (এ+) ছিল ৭৬ যা ২০১৬তে দাঁড়ায় ১ লাখ ৯ হাজার ৯৬৭ জন। সময় পরিক্রমায় এখন তা প্রায় ১ হাজার ৫০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ১ হাজার ৫০০ গুণ মেধাবী বেড়েছে? আসলে ব্যাপারটা তা নয়। ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতীয় দৈনিকের একটি সংবাদে খুব বিস্মিত হই (এ+) ধারী ৮২% ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়নি দেখে। এতেই বোঝা যাচ্ছে (এ+) এর মান কেমন!

আমি একটি এমপিওভুক্ত কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। প্রভাষক হিসেবে বিগত ৫ বছরে যা দেখলাম, তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। মনে হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বিগত বছরগুলোয় প্রশ্নপত্র আউটের কথা শুনেছি, দেখেছি। তবে চলতি বছর ২০১৬ থেকে আরেক ধরনের ভয়ঙ্কর পদ্ধতি চালু হয়েছে, যা বিবেককে নাড়া দিয়েছে। আমার কলেজ এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়ায় ঢাকা শহরের নামকরা ২ এবং ছোট ৭টি কলেজের পরীক্ষা চলে। যখন দেখলাম খ্যাতনামা সেই ২টি কলেজের ছেলেমেয়েরা এই বয়সেই দুর্নীতি, অনৈতিকতা শিখছে, তা দেখে আমি চরমভাবে বিস্মিত। বিভিন্ন নামকরা কলেজের অন্যান্য শিক্ষক বন্ধুর সঙ্গে ব্যাপারটা শেয়ার করতেই তারা বললেন, পুরো বাংলাদেশের চিত্রটা একই। সাধারণত যে কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তারা ৪/৫ ঘণ্টা আগে ডিসি অফিস থেকে পুলিশের সহযোগিতায় প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রে আসে। আর এখানেই ঘটে বিপত্তি। এই সময়ের মধ্যে কিছু অসৎ শিক্ষক স্মার্টফোনে প্রশ্নের ছবি তুলে পাঠিয়ে দেয় ছাত্রছাত্রীর মোবাইলে। তখন ৪০ নম্বরের Objective সমাধান করতে সময় লাগে সর্বোচ্চ ১ ঘণ্টা। এ ছাড়া Written-এর জন্য প্রশ্ন দেখে নকল রেডি করে পরীক্ষার হলে নিয়ে আসে। প্রতি পরীক্ষায় যখন কেন্দ্রে আসি তখন দেখি বাইরে মানুষের বৃত্তকারের ভিড়। সবাই সমাধান করা প্রশ্ন দেখে ২/৩ মিনিট আগে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে এবং ১০ মিনিটের মধ্যেই Objective শেষ করেছে। প্রথম দিন সেই খ্যাতনামা কলেজের ছাত্রছাত্রী কলেজের পোশাক পরে এলেও পরবর্তী সময়ে আর পরে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে স্যার নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে বুঝলাম পোশাক পরা থাকলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেহেতু খ্যাতনামা কলেজের শিক্ষকরা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বাড়ি অথবা বড় বড় বাসে বসিয়ে তাদের ফাঁসকৃত প্রশ্ন সলভ করে দিচ্ছেন। আগে আমরা Objective পরীক্ষা দিতাম লিখিত পরীক্ষার পরে। কিন্তু এ বছর থেকে কেন তা প্রথমে দেয়া হলো আমার বোধগম্য নয়। এতে অন্য কোন সুবিধা না থাকলেও ১০০%. প্রশ্ন ফাঁসকারীদের সুবিধা হয়েছে। HSC পরীক্ষা শুরুর আগের দিন আমাদের প্রতি নির্দেশ এল পরীক্ষার ডিউটি ও খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেহেতু শিক্ষা বোর্ড উদার, তাই আমাদেরও উদারতার পরিচয় দিতে হবে। এই নির্দেশকে স্মরণ রেখে কয়েকটি বড় বড় নকল হাতেনাতে ধরে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস পাইনি। এ ছাড়া প্রত্যেকটি নকলই প্রশ্নের ধারাবাহিকভাবে লেখা ছিল। বুঝতে বাকি নেই যে তারা ইতোমধ্যে প্রশ্ন পেয়ে গেছে। এই ধরনের (এ+) ধারী যারা তারা যদি ডাক্তার হয় [গত বছর ডাক্তারীর প্রশ্নও নাকি আউট হয়েছে] তবে মানুষ অপচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করবে। তারা যদি শিক্ষক হয় তবে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। তারা যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তবে ভূমিকম্প ছাড়াই ধসে যাবে স্থাপনা। যেমন ধসে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

নাজমুল হক সুমন
গুলশান, ঢাকা